



223721 - এক আমলে একাধিক নয়িতরে কারণে কি একাধিক নকৌ হয়?

প্রশ্ন

একই আমলে একাধিক নয়িত থাকার কারণে কি একাধিক নকৌ হয়? যমেন কোনো ব্যক্তি যদি ফজররে দুই রাকাত সুন্নত পড়ার সময় সুন্নতরে নকৌ, অযুর সুন্নতরে নকৌ এবং মসজদি প্রবশেরে দুই রাকাত সুন্নতরে নকৌর নয়িত করে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

হ্যাঁ; একই আমলে একাধিক নয়িত থাকার কারণে একাধিক নকৌ হয়। কোনো মুসলমি যদি অযু অবস্থায় মসজদি ঢুকে দুই রাকাত নামায পড়ে কনিত্ত একই সাথে ফজররে সুন্নত, অযুর সুন্নত এবং মসজদি প্রবশেরে সুন্নতরে নয়িত করে, তাহলে সে যা যা নয়িত করল সেগুলোর নকৌ পাবে। আল্লাহ মহান অনুগ্রহরে মালকি।

নববী রাহমিহুল্লাহ বলেন: “যদি কটে নামায শুরু করার সময় একই সাথে ফরয এবং মসজদি প্রবশেরে দুই রাকাত সুন্নতরে নয়িত করে তাহলে তার নামায সঠিকি হবে এবং ফরয নামাযরে নকৌ ও মসজদি প্রবশেরে নামাযরে নকৌ উভয়টা সে পাবে।”[আল-মাজমু (১/৩২৫) থেকে সমাপ্ত]

গায়ালী ‘ইহয়াউ উলুমদিদীন’ (৪/৩৭০-৩৭১)-এ বলেন: “ইবাদতগুলো নয়িতরে সাথে সম্পৃক্ত— মৌলিকি শুদ্ধতা ও মর্যাদা বহুগুণ হওয়ার দকি থেকে।

মৌলিকি শুদ্ধতা হল এ ইবাদতরে মাধ্যমে শুধু আল্লাহর ইবাদতরে নয়িত করা; ভিন্ন কিছু নয়। যদি রিয়া তথা লৌকিকিতার নয়িত করে তাহলে সটো পাপ হয়ে যাবে।

আর মর্যাদা বহুগুণ হওয়ার দকি হলো: ভালো নয়িতরে সংখ্যাধিক্যরে কারণে। একটা ইবাদতে অনেকে ভালো নয়িত করা যতে পারে। তখন প্রতিটি নয়িতরে জন্য নকৌ হবে। কেননা সেগুলোর প্রত্যকেটা নকে কাজ। এরপর সেই নকেকাজগুলোকে অনুরূপ দশগুণ বৃদ্ধিকরা হবে যমেনটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এর উদাহরণ হলো: মসজদি বসে থাকা। এটা একটা ইবাদত। এটাতে বহু নয়িত করা যতে পারে; যাতে করে এটা মুত্বাকীদরে নকে আমলে রূপ নেয় এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নকৈট্যপ্রাপ্তদরে স্তরে পটৌহতে পারে।



এক: এই বিশ্বাস করা যে এটা আল্লাহর ঘর। এখানে যিনি প্রবশে করেন তিনি আল্লাহর যিয়ারতকারী। সুতরাং তিনি মসজিদে প্রবশেরে দ্বারা উদ্দেশ্য করবনে মাওলার যিয়ারত করা। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার ওয়াদা দিয়ে বলছেন: “যে ব্যক্তি মসজিদে বসে থাকল সে আল্লাহর যিয়ারতে থাকল। আর যার যিয়ারতে আসা হয়েছে তার উপর দায়ত্ব হল আগন্তুককে সম্মান করা।”

দুই: এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা।

তিনি: চোখ, কান এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করা থেকে বরিত থাকার মাধ্যমে বরৌগী হওয়া। কনেনা ইতকিফ করার অর্থ বরিত থাকা। আর এটা রোযার মতই। এটাও এক প্রকার বরৌগ্য।

চার: আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা, আখরিতরে চিন্তায় নর্জনতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহ থেকে বমিখ করে এমন সকল ব্যস্ততাকে প্রতহিত করা।

পাঁচ: আল্লাহর যকিরি করার জন্য বা তাঁর যকিরি শনোর জন্য কথিবা যকিরি থেকে উপদশে গ্রহণ করার জন্য নঃসঙ্গ থাকা।

ছয়: সৎকাজরে আদশে ও মন্দকাজে নষিধে করার মাধ্যমে জ্ঞান দানরে উদ্দেশ্য করা। কারণ মসজিদে এমন কটে না কটে থাকে যার নামাজ ঠকিভাবে হয় না অথবা হালাল নয় এমন কিছুতে সে লপিত হয়।

সাত: কোনে দ্বীনভাই (আল্লাহর জন্য কোনে ভাই)- পাওয়া।

আট: আল্লাহকে লজ্জা করে গুনাহ বর্জন করা এবং আল্লাহর ঘরে তার মর্যাদা লঙ্ঘতি হয় এ লজ্জা করে পাপ ত্যাগ করা।

...

এটা নয়িত বৃদ্ধিকরার এটি একটিনিমুনা। এর উপরে অন্য সকল ইবাদত ও বধৈ কাজগুলোকে কয়ীস করুন। কনেনা প্রতিটি ইবাদতই বপিল পরমাণ নয়িতরে সম্ভাবনা রাখে। কল্যাণ অন্বষণে মুমনি বান্দার প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি ও চিন্তার মাত্রা অনুযায়ী তার হৃদয়ে সগেুলো উপস্থতি হয়। আর এভাবেই আমলগুলো বাড়ে এবং নকৌ বৃদ্ধি পায়।”[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “ব্যক্তি যদি অযু করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করে তখন সে অযুর সুন্নতরে নয়িত করতে পারে। আবার অযু করার পর মসজিদে ঢুকলে মসজিদে প্রবশেরে সুন্নত নামায ‘তাহয়িয়াতুল মাসজিদ’ ও অযুর সুন্নতরে নয়িত করলে সে উভয় নকৌ পাবে: অযুর সুন্নতরে নকৌ এবং তাহয়িয়াতুল মাসজিদে নকৌ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁর অনুগ্রহ বশিাল। আর যদি এই নামাযকে যোহররে আগরে সুন্নতরে নয়িতে আদায় করে; অর্থাৎ অযু করে মসজিদে ঢুকলে যোহররে সুন্নত, অযুর সুন্নত এবং মসজিদে প্রবশেরে সুন্নতরে নয়িত করে তাহলে সবগুলোর নকৌ সে পাবে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।”[ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দারব: (১১/৫৭) থেকে সমাপ্ত]



আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।